সমকাল

তারিখ 29 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ইনস্টিটিউট হোক

মিশিলা রহমান

আমার ছোটবেলা থেকেই মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছা। ভর্তিযুদ্ধে হতাশ হয়ে এক বছরের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে পাই ইডেন মহিলা কলেজকে। সেখানের গণিত বিভাগের ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হয়েছিলাম। দু'দিন ক্লাস করার পর আমার ঠিকানা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল স্বাদ পাই সেদিন, যেদিন আমি উত্তীর্ণ হলাম। মনের অজান্তেই নিজেকে 'ঢাবিয়ান' ভাবতে ভালোই লাগল। সমবয়সীদের মতে, ভাব বেড়েছে আমার। যা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি তা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। একটু ভাব দেখানো দোষের বলে মনে করিনি। অবশ্য ভাবটাব কিছুই নয়। পুরো বিল্ডিংয়ে আমি একমাত্র ঢাবিয়ান, তাই তাদের এ ধারণা। এখন আসি মূল প্রসঙ্গে। আমরা আদৌ কি ঢাবিয়ান, নাকি ঢাবিয়ান বলে নিজেদের মূল্য বাড়াচ্ছি, তা নিয়ে অধিকাংশ মানুষের মাথাব্যথা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইটে একজন শিক্ষার্থীর এসএসসি এবং এইচএসসি বোর্ড রোল দিয়ে লগইন করতে হয়। একজন বিজ্ঞান শিক্ষার্থী সেখানে প্রবেশ করলে নিচে লেখা থাকে ওই শিক্ষার্থী কোন কোন ইউনিটে পরীক্ষা দিতে পারবে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হলে পরীক্ষা দিতে পারবে ৬টি ইউনিটে– 'ক' ইউনিট, 'ঘ' ইউনিট, 'চ' ইউনিট, আইবিএ ইউনিট, গার্হস্থ্য ইউনিট ও প্রযুক্তি ইউনিট।

ওয়েবসাইটে 'গার্হস্থ্য ইউনিট' নামে ইউনিট দৃশ্যমান। গার্হস্থ্য ইউনিট জীববিজ্ঞান অনুষদের একটি ইউনিট। আমাদের ফ্যাকাল্টি হচ্ছে জীববিজ্ঞান, যা কার্জন হলে অবস্থিত। যেখানে পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত ছিল এবং নিচে ডিনের স্বাক্ষর ও সিল ছিল। এ রকম আরও একটি উদাহরণ এই, 'ঘ' ইউনিটও কিন্তু সমাজকল্যাণ অনুষদের।

১২০ নম্বর পরীক্ষায় ৪টি বিষয়ে ৩০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সময় ১ ঘণ্টা। পাস নম্বর ৪৮। অন্যান্য ইউনিটের মতোই। পরীক্ষার তারিখ ছিল ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫। এর ৪ দিন পর অর্থাৎ ফল প্রকাশ করা হয় ১৫ ডিসেম্বর। অন্যান্য ইউনিটের তথ্যানুযায়ী ঠিক ৪ দিন পর তাদের ফল প্রকাশ হয়েছিল। এরপর নির্দেশনা আসে, বিভাগ-বিষয় পছন্দক্রম। যখন নিজেদের বিষয় পছন্দ করতে দেওয়া হয়, তখন সেখানে একটি সিআইএফ কোড দিতে হয়। শুধু উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই তা পূরণ করতে পারে। অন্যান্য ইউনিটেরও একই ব্যবস্থা ছিল।

পরবর্তী ধাপ ছিল সিআইএফ কোড পূরণ করে দুটি কাগজ নিজস্ব অনুষদে জমা দেওয়া। এরপর ভাইভা। এ ভাইভা দিতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদে। ভর্তি সম্পন্ন হলো। এখন আমিসহ গার্হস্থ্য ইউনিটের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। অথচ আমরা ঢাবিয়ান নই। ঢাবির মূলধারার শিক্ষার্থীও নই। আমরা ঢাবির অধীন কলেজের শিক্ষার্থী। নিজেদের ভাব বাড়ানোর জন্য ঢাবিয়ান বলে পরিচয় দিই। ঢাবির শিক্ষার্থী হওয়ার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা আমাদের নেই। লাল বাসে ওঠার অধিকার নেই ইত্যাদি অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে।

অথচ কোনো কাগজপত্রে আমাদের অধীন-আওতাভুক্ত বলে উল্লেখ করেনি। সর্বত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও কেন নিজেদের ঢাবিয়ান বলে পরিচয় দেব না? সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। শেষে সেখানে লেখা ছিল, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসেবে স্বাক্ষর করলাম। আমাদেরও অনুষদ আছে, ডিন আছে, ভিসি আছে; কিন্তু নিজেদের অধিকার আদায়ের সৎ সাহসটুকু খুব কম শিক্ষার্থীরই আছে। আমরা দু'বার মানববন্ধন করেছিলাম। আমরা চাই, এটি ঢাবির ইনস্টিটিউট হোক। এরপরও কোনো কোনো ঢাবির শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া দেখে আমরা রীতিমতো হতভম্ব। তবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে, ব্যতিক্রম কিছু শিক্ষার্থী আমাদের সানন্দে গ্রহণ করেছে। এমনকি ইনস্টিটিউট করার ব্যাপারেও উৎসাহ দিয়েছে।

ঢাবির কিছু সংস্থা, যেমন– DUMUNA আমাদের তাদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমিও একজন সদস্য। তাদের প্রথম ধারাই ছিল, সদস্যকে অবশ্যই ঢাবির হতে হবে। আমি ঢাবির না হলে আমাকে কেন নিল? অনেকেই বলে, আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হলে সেখানে জিপিএ ধরে নির্বাচন করত, পরীক্ষা দিয়ে নয়। ঢাবির সব ফরমালিটি পূরণ করেই ঢাবিতে এসেছি। এরপরও বলবেন– আমরা ঢাবিয়ান নই? আমরা কিছু চাই না। শুধু চাই ইনস্টিটিউট হোক। এটি হলে আমরা আমাদের যোগ্য সম্মান পাব। ঢাবির আইডি কার্ড পাব। লাল বাসে ওঠার সুযোগ পাব। সর্বোপরি আমাদের নিয়ে দ্বিধান্বিত হতে হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থী